ভাষা ও সংস্কৃতির অসীম অহংকার
একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

Ekush - 2wenty One
(Bengali Community Newspaper)

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সম্পাদক
কাজী মশহুরুল হুদা

সহযোগী সম্পাদক
শিরীন আক্তার

নিয়মিত অংশদাতা
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
মামুন রিয়াজী
আরা আহমেদ
কাজী রহমান
এস, এম হোসেন বাবু
মমতাজ শহীদ
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

কার্টুনিষ্ট
মামুন রিয়াজী (মারি)

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 842-7308
Editor@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING EDITORS
Hamida Akhter (Prof.)
Mamun Reazi (MARI)
Ara Ahmed
Kazi Rahman
S.M. Hossain Babu
Mamtaz Shahid
Dr. Qazi Nasir Uddin

CARTOONIST
Mamun Reazi (MARI)

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028, USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

সম্পাদকীয়

আবার ফিরে এলো এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা বিজয়ের মাস। প্রভাতের আবির মাখা আলোকচ্ছটার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে স্বজনহারা বাঙ্গালির আকুল আহবান -'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না..ওরা আসবে চুপি চুপি.. । মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর বীরত্বগাথা আর বিষাদ-বেদনার মহাকাব্য। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলার দামাল ছেলেরা এ ডিসেম্বরেই বিজয়ের স্বর্ণতোরণ উন্মোচন করেন। বাঙ্গালী অর্জন করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ- প্রিয় বাংলাদেশ। ১৬ ডিসেম্বর সূচিত হয় মহান বিজয়ের গৌরবময় অধ্যায়। সবুজ জমিনে লাল সূর্যের প্রিয় পতাকা বিজয় ও মুক্তির আনন্দে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন যে পটভূমি রচিত করে দেয়, ছেষট্টির স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে টালমাটাল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে এক প্রবল উর্মি হয়ে তা স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে। সে এক আশ্চর্য কালবেলা এসে উপনীত হয়েছিল বাঙ্গালীর জীবনে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বঞ্চনা আর হাহাকার একত্রিত হয়ে জন্ম দিয়েছিল একটি ভয়াবহ যুদ্ধের। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে উত্তাল জনসমুদ্রে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বঙ্গবন্ধুর এই তেজোদ্দীপ্ত আহবানের ফলেই পরবর্তীতে রচিত হয়েছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথরেখা। ২৫ মার্চের কালোরাতে পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর বর্বর হামলা চালায়। শুরু হয় বাঙ্গালী নিধনের এক নির্মম নিষ্ঠুর মর্মন্তুদ ইতিহাস। বাঙ্গালী ঘুরে দাঁড়ায় । হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস জীবন কাঁপানো যুদ্ধ শেষে দেশ শত্রুমুক্ত হয়। সেই যুদ্ধই আমাদের জন্য নিয়ে এলো স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত হলো পৃথিবীর বুকে নতুন পতাকা, বাংলাদেশ নামের নতুন এক মানচিত্র।

এবারের বিজয়ের মাস এসেছে এক অন্য প্রেক্ষিত আর প্রেক্ষাপটের ভেতর । লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স জরিপ চালিয়ে বিশ্বকে জানিয়েছিল, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী বাংলাদেশের মানুষ। রিপোর্টেই তারা উল্লেখ করে– এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়, যে দেশের মানুষ গড়পড়তা তিনবেলা খাবার যোগাড় করতেই হিমশিম খায়, তারা সুখী হয় কি করে। শেষ পর্যন্ত সমাধান টানা হয়েছে স্কুলে পড়া শৈশবের সুখী মানুষের জামার গল্প দিয়ে। যার ঘরে কিছু নেই, সে-ই সবচেয়ে সুখী মানুষ। বলা হয়েছে, সম্ভবত সে কারণেই এ দেশের মানুষ সুখী। সুখী মানুষের এ দেশটি বারবার আক্রান্ত হয়েছে নানা বিপাকে। কখনো মানুষের তৈরি সমস্যা আবার কখনো প্রকৃতির কারণে। প্রকৃতির তৈরি কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস। আমাদের সাহসী লোকজনের সে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যে কারণে বারবার আঘাত পেয়ে পড়ে যাওয়ার পরও আবার ঘুরে দাড়াতে পারে এ মাটির লোকজন। আসুন তাদের শক্তি দেই, সাহসে বুক বাধি। তাদের হাতে তুলে দেই আমাদের কর্ম-সুখ থেকে কিছুটা অংশ। প্রকৃত বিজয়ের আনন্দ এইখানেই।

ঈদের আগাম শুভেচ্ছা। বড়দিনের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবার মাঝে। স্বাগতম ২০০৮।

-একুশ/ইত্তেফাক/যাযাদি

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ

জাফর আহমাদ

বিদায় হজের ভাষণের সময় নবী করিম সাঃ জনসমুদ্রের উদ্দেশে যে ভাষণটি তিনি পেশ করেছিলেন–

▶ 'হে জনমণ্ডলী! শুনে রাখো, 'জাহেলি যুগের সব প্রথা ও বিধান আমার দু'পায়ের নীচে।'

▶ 'অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর কিংবা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়।'

▶ 'মুসলমানরা পরস্পরে ভাই ভাই। সাবধান! আমার পরে তোমরা একজন আরেকজনকে হত্যা করার মতো কুফরি কাজে লিপ্ত হয়ো না।'

▶ 'আমার পরে এই ইসলামি ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করে তোমরা কাফেরসুলভ জীবন গ্রহণ করে একে অপরের গলা কাটতে শুরু করে দিও না।'

▶ 'তোমাদের গোলাম! তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তাই তাদের পরতে দেবে।'

▶ 'জাহেলি যুগের সব রক্তের বদলা বাতিল করে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের রক্ত– রাবিয়া বিন হারিসের পুত্রের রক্ত বাতিল করে দিলাম।'

▶ 'জাহেলি যুগের সব সুদও বাতিল করে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের সুদ– আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করে দিলাম।'

▶ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর শয়তান আর আশা করে না যে এই ভূখণ্ডে তার আনুগত্য করা হবে। কিন্তু তোমরা যে গুনাহগুলোকে হালকা মনে করো, তাতে যদি শয়তানের আনুগত্য করো, তবে তাতে সে খুশি হবে।'

▶ 'মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে তোমাদের ওপর তাদের অধিকার। তাদের কল্যাণের বিষয়ে আমার নসিহত গ্রহণ করো।'

▶ 'আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরটি যেমন সম্মানার্হ, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের ধন-দৌলত পরস্পরের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানার্হ।'

▶ 'আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য উত্তরাধিকারের স্থায়ী অংশ নির্দিষ্ট করেও দিয়েছেন। এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি ওসিয়ত করা জায়েজ নয়।'

▶ 'আমি তোমাদের মধ্যে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআন।'

অতঃপর জনতার কাছে জিজ্ঞাস করেন :

▶ 'আল্লাহর দরবারে আমার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কি বলবে? সাহাবিরা বলেন, আমরা বলব, আপনি আমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপন কর্তব্য পালন করেছেন। তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে তিনবার বললেন– 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।'

▶ 'উপস্থিত ব্যক্তিগণ (এই সব কথা) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়তোবা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক এ কথাগুলো অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।'

দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান

আলী হাসান তৈয়ব

হাদিসে কুদসিতে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাকে বলবেন, হে আদম সন্তান আমি অসুস্থ' হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। বান্দা বলবে, ইয়া রব আপনি হলেন সারা জাহানের পালনকর্তা, আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যেতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ' ছিল? তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে তার প্রতিদান আজ আমার কাছে পেতে। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে, ইয়া রব আমি আপনাকে কীভাবে খাবার দিতে পারি, আপনি হলেন সারা জাহানের পালনকর্তা? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। যদি তুমি তাকে খাবার দিতে, তবে আজ আমার কাছে পেতে। আল্লাহ বলবেন বান্দা আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাওনি, বান্দা আগের মতোই উত্তর দেবে। আল্লাহ বলবেন, তোমার কি স্মরণ আছে, আমার এক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি? তুমি কি জান, যদি তাকে সেদিন পানি দিতে, তাহলে তার প্রতিদান আজ আমার কাছে পেতে (মুসলিম শরিফ)।

আজ দেশের উপকূলবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে অর্ধকোটি মানুষের করুণ আহাজারি আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলছে। ১৫ নভেম্বরে বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর তাদের জীবনের সব কেড়ে নিয়েছে। সহায়সম্বলহীন লাখ লাখ স্বজনহারা মানুষ অনাহারে খোলা আকাশের নিচে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বাড়ি-ঘর, গবাদিপশু ও ক্ষেতের ফসল সব শেষ হয়ে গেছে। আজ তাদের কিছুই নেই। এমন কি গায়ে জড়ানোর কাপড়ও নেই অনেকের। ২১ নভেম্বর 'আমার দেশ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো একটি ছবির ক্যাপশন এমন–'বরগুনার পাথরঘাটার দুর্গম নিশানবাড়িয়ায় ৪ দিন পর ধান ক্ষেত থেকে মায়ের লাশ উদ্ধার করে দাফনের কাপড় না থাকায় পরনের কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দাফন করার জন্য উঁচু জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সন্তানরা।' একই পত্রিকায় পরের দিন সরেজমিন প্রতিবেদনে এক দুর্গত মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনদিন ধরে তার মা ও স্ত্রী একটি ছেঁড়া লুঙ্গি দিয়ে আব্রু ঢেকে আছেন। কাগজে রোজ রোজ এমন সব ছবি, সংবাদ ও প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে, যার ওপর চোখ বুলিয়ে কোনো পাষাণ হৃদয়ও তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। হায় এ কেমন কথা–একই দেশের নাগরিক আমরা, তাদের এই অবস্থা আর আমরা আছে দিব্যি সুখে! ক্ষুধায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। অশীতিপর বৃদ্ধ ও অবোধ শিশুরা পিপাসায় দু'ফোঁটা বিশুদ্ধ পানির জন্য ছটফট করছে অথচ আমরা বেশ ভালো খাচ্ছি! অনেক মা-বোন লজ্জা নিবারণের কাপড় পাচ্ছেন না; আমরা প্রতিদিন ইস্ত্রি করা পোশাক পরছি। এই মহাদুর্যোগ যদি আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যেত, তবে কেমন হতো? আল্লাহর পাকড়াও থেকে কি আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ? উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে লেখার সহচনায় উদ্ধৃত হাদিসের সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনা করে দেখা উচিত আল্লাহপাক যেন আমাদের ভালো ও সুস্থ রেখেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা। দুর্দশাগ্রস্ত এসব ভাই-বোনের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। বস্তুত মুমিনের জীবনে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থাই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরুপ। যারা নিরাপদ আছে, তাদের পরীক্ষা তারা এর শুকরিয়া আদায় করে কিনা, বিপন্নদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কিনা, পক্ষান্তরে যারা বিপদগ্রস্থ, তাদের পরীক্ষা তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে কিনা।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, হে বনি আদম তুমি (অপর ভাইয়ের জন্য) খরচ কর, তোমার জন্যও খরচ করা হবে। (হাদিসে কুদসি-রিয়াদুস সালেহিন) কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু দান করছ। (আলে ইমরান : ৯২) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'বস্তুত আমি তাকে (মানুষকে) দুটি পথ দেখিয়েছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। তুমি কি জান সে ঘাঁটি কী? তা হচ্ছে দাস মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অভুক্ত অবস্থায় অন্নদান, এতিম, অসহায় আত্মীয়কে অথবা ধূলি-মলিন অভাবীকে সাহায্য করা'। (বালাদ : ১০৬) নবী করিম (সা.) ইরশাদ ফরমান, 'মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। একজন অপরজনের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন করবে না। তাকে অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পুরো করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কষ্ট বা মুসিবত দূর করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার মুসিবত দূর করবেন' (বুখারি মুসলিম) অপর হাদিসে এসেছে, যে কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, সে মহান আল্লাহর হিফাজতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেয়া কাপড়ের এক টুকরাও থাকবে (তিরমিজি)

উল্লেখ্য, এ কথা ভাবার অবকাশ নেই যে, তাদের জন্য বাইরে থেকে অনেক ত্রাণ সাহায্য আসছে, ধনী দেশগুলোর কোটি কোটি ডলারের সাহায্য তাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় এসব দান খুবই অপ্রতুল। উপদ্রুত মানুষের সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ (এ পর্যন্ত হিসাব মতে) ৯২ হাজার কোটি টাকা (আমার দেশ-২৬ নভেম্বর)। এ ক্ষতি সহসা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

এদিকে শীতও নামতে শুরু করেছে। শীতে গৃহহীন বস্ত্রহারা এসব মানুষের দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা বলাইবাহুল্য। অতিঅল্পক্ষ সময়ে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর মাথা গোঁজার ঠাঁই ও শীত নিবারণে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা না করতে পারে এদের জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ শুধু সরকারের একার পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, দেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সর্বাত্নক সাহায্য নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে তাদের দিকে। এটি শুধু নাগরিক ও নৈতিক কর্তব্যই নয়, ঈমানেরও দাবি। দেশের সব ইমাম-খতিবের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন এ কাজে সবাইকে উৎসাহিত করেন এবং মসজিদভিত্তিক ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করেন।

খালাম্মার খোলা চিঠি

প্রায় তিন সপ্তাহ আগে --

লেডি ডাক্তার বুইললো, আমার সুগারে সমস্যা আছে। আরও বুইললো আমার হিমোগ্লোবিন কম আছে। শরীরের হাড় শুকায়ে যাচ্ছে। বড় একটা প্রেসক্রিপশন হাতে তুলে দিয়ে বুইললো, এইডা - এইডা খাবেন। ঐডা ঐডা খাওয়া নিষেধ। কে বাবা কওতো দেখি, এই শেষ বয়সে এসে এতো মানা চানা কি সম্ভব ? ডাক্তার মুখ হা কইরতে বুইললো আমি হা করলাম। ডাক্তারতো চিৎকার করে বুলি উঠলো, ইনফেকশন, বিগ ইনফেকশন। পাশ থেকে আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে ডাক্তার ?

ইংলিশে বুইললো, তোমার মার মুখের ভিতর লাল, ইট ইস ইনফেকশন।

মেয়ে আমার ডাক্তারকে বুঝায়ে বুইললো, এটা 'বিটিল লিফ' আমার মার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে, সেই জন্যেই এই মুখের মধ্যে লাল।

ডাক্তার সব কথা শুনার পর পরামর্শ দিলো, পান খাওয়া চলবে না, ওটা যদি কন্টিনিউ করি তাহলে নাকি 'ওরাল ক্যান্সার হবি'। আচ্ছা কওতো বাবা একি ফ্যাসাদে পইড়লাম। সারা জীবন পান খেয়ে গ্রীণ কার্ড নিয়ে এই সুন্দর আমেরিকায় আইসলাম। আর এখন কয় পান নাকি জর্দাসহ খাওয়া খারাপ।

আমার মনে হয় ওই মহিলা ডাক্তার ভালো না। এই কথা মেয়ে আর জামাইকে বলার সাথে সাথে তারা ঘরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে আইন করলো, পান খাওয়া চইলবে না।

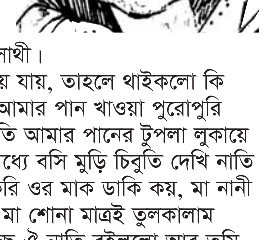

কেরে বাবা, এই পরবাসে এই পান আর একুশ হচ্ছে আমার বুড়ো বয়সের সময়ের সাথী।

তাও যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে থাইকলো কি জীবনে ? শোন, আমার পান খাওয়া পুরোপুরি এখন হারাম। নাতি আমার পানের টুপলা লুকায়ে রাখিছে। ঘরের মধ্যে বসি মুড়ি চিবুতি দেখি নাতি আমার চিৎকার করি ওর মাক ডাকি কয়, মা নানী পান খাচ্ছে। ওর মা শোনা মাত্রই তুলকালাম সন্দেহ। কথা হচ্ছে ঐ নাতি বুইললো আর তুমি তাই বিশ্বাস করবে, তাতো ঠিক না। চোখে দেখে (তাও ১০০%) সত্য প্রমাণ করাই হচ্ছে মহত্ত্বের পরিচয়।

সন্দেহ জিনিস বড়ই খারাপ। সংসারে যদি একবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ঢুকে পড়েছে, তাইলে সংসারে ফাটল। সন্দেহ থেকে আমাদের সবাইকে দূরে থাকতি হবি। তাইলে দেখবে ''মিলেমিশে করি কাজ নাই ভয়, নাই লাজ''।

আল্লাহ হাফেজ।

খালাআম্মা, আয়েশা সিদ্দিকা, অক্সনার্ড থেকে।

প্রবাস জীবনে আমাদের ভালো লাগার 'একুশ'

দেশ থেকে এসেছি আমাদের দুজনার প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল। এই শহরে তেমন কোন বাংলাদেশীদের পাওয়া যায় না, তবে শুক্রবারে অক্সনার্ড মসজিদে গেলে বেশ কিছু বাংলাদেশীদের পাওয়া যায়। দেশের মানুষদের পেলে বুকটা ভরে যায়। প্রাণ খুলে কথা হয়। সবচেয়ে আনন্দ লাগে কবে, কখন 'একুশ' পাবো। একুশ পেলে ঘরে সবাই মিলে পত্রিকাটি পড়ি। ভালো লাগে 'আক্কেল গুড়ুম' লিখা, কার্টুন এবং লস এঞ্জেলেসের খবরা খবর।পত্রিকার ধরণ, লিখার মান প্রশংসার যোগ্য। পত্রিকার সঙ্গে জড়িত এডিটর ইন চীফ, সম্পাদক, লেখক-লেখিকা সবাইকে ঈদের ও নববর্ষের শুভেচ্ছা রইলো।

গোলাম মোর্তজা (প্রাক্তন ডিপুটি ডাইরেক্টর, পানি উন্নয়ন বোর্ড , ঢাকা), সুফিয়া মোর্তজা, ক্যামারিও।

'স্বপ্ন ভাঙ্গে তেপান্তরের মাঠে'

তপন দেবনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে

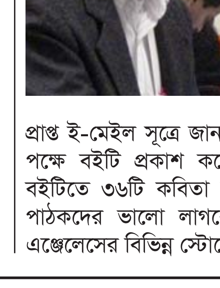

একুশ রিপোর্ট

লস এঞ্জেলেসে বসবাসরত উদীয়মান তরুণ লেখক তপন দেবনাথের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন ভাসে তেপান্তরের মাঠে' গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত ই-মেইল সূত্রে জানা গেছে উপমা প্রকাশনীর পক্ষে বইটি প্রকাশ করেছেন মোস্তফা সেলিম। বইটিতে ৩৬টি কবিতা রয়েছে যা সকল শ্রেণীর পাঠকদের ভালো লাগবে। অচিরেই বইটি লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন স্টোরে পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। একুশের বইমেলা-২০০৮ এ উপমা প্রকাশনীর নিজস্ব স্টলে 'স্বপ্ন ভাসে তেপান্তরের মাঠে' পাওয়া যাবে।

এছাড়া একই লেখকের আরো দু'টো ছোট গল্পের বই 'একই বৃত্তে এপার ওপার' ও 'অপরাজিত' প্রকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। বইগুলোতে ১৫টি করে গল্প রয়েছে। শব্দ কানন প্রকাশনীর পক্ষে বই দু'টো প্রকাশ করেছেন ইমাম হোসেন। জানা গেছে সামনের একুশের বইমেলায় এই বই দু'টো শিরীন পাবলিকেশন্স-এর স্টলে কিনতে পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে গত ২২ নভেম্বর, ২০০৭ ঢাকায় দু'টি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তপন দেবনাথের পক্ষে তার ভাগ্নে শংকর দেবনাথ, শব্দ কাননের পক্ষে ইমাম হোসেন ও উপমা প্রকাশনীর পক্ষে মোস্তফা সেলিম।

We Leave Them to Die Under Open Sky

Cyclone Hits Bangladesh Again!

	Deaths
1965:	25,240
1970:	40, 187
1991:	125, 730
1996:	539
2007:	3,100

They Need Shelters from Tidal Waves
Ventura Resident Dr. Qazi Uddin Is Asking 50 States to
Build 50 Shelters with 500 Capacities Each. It Will Save 25,000 Lives!
Let's Build One to Be Named
Los Angeles Shelter for Bangladesh
We Need $150,000 to Build One Shelter

For More Information on Bangladesh's Cyclone Call Dr. Uddin at (805) 302-0119
Let the World Know That We Think Globally

Send Your Check to:
Dr. Uddin's Bangladesh Cyclone Shelter Fund
A Non-Profit Organization, Tax ID # 68-0664530
Acct: # 02503-66401, Bank of America
2698 E. Main St, Ventura, CA 93003

Space Donated By Ekush (2wenty One)

বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি ?

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

বড়ই হতভাগা আমাদেরই দূর্ভাগা বাংলাদেশ। সর্বগ্রাসী বন্যার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের নিষ্ঠুর আক্রোশে তছনছ হয়ে গেছে জীবন আর জনপদ। ''মরার উপর খাঁড়ার ঘা'' আর কাকে বলে ? পৃথিবীর কোথায়ও কখনো হঠাৎ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অগণিত মানুষের জীবন বিনষ্ট হলে মনে হয় প্রকৃতির কাছে আমরা কতই অসহায়। এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রকৃতির রুদ্ররোষ বলে অভিহিত করে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি। তারপর সে এলাকার বেঁচে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্যে সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করি।

কিন্তু কোন একটি এলাকায় যদি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মে পরিণত হয়, অর্থাৎ ঘন ঘন সংঘটিত হতে থাকে তাহলে সে বিপর্যয়কে প্রকৃতির রুদ্ররোষ নাম দিয়ে যারা বেঁচে গেছে তাদেরকে সাহায্য করে ঠিক আগের জায়গায় আবার বসিয়ে দিলে তাদেরকে আগামী দুর্যোগে মৃত্যুর জন্যে তৈরী করা হয়। এই সত্যটুকু কি কেউ এখনো উপলব্ধি করতে পেরেছেন ?

বাংলাদেশের অবস্থা এখন ঠিক তাই। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ২৫,০০০, ১৯৭০ সালে ৪০,২০০ এবং ১৯৯১ সালে ১২৫,৭৩০ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে বাংলাদেশের চট্রগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল এবং দ্বীপ সমূহে। তারপর এবারে বিভিন্ন এলাকায় ৩,১০০ জন। সুতরাং বাংলাদেশের জন্যে এখন যা প্রয়োজন তা হলো ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে মানুষের আত্মরক্ষার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দুর্যোগে মানুষের মৃত্যু হলে তারপর জীবিতদের পুনর্বাসনের জন্যে সারা দুনিয়ার সাহায্য ও সহানুভূতির দিকে তাকিয়ে থাকা নয়। যেমন বলা হয়ে থাকে রোগে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। এ ব্যাপারে প্রথমে যা করণীয় তাহলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাতে মানুষকে অসহায় মনে না করা। বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে প্রায় আড়াই হাজারের মতো ছোট বড় দ্বীপ রয়েছে। এদের অধিকাংশকেই দ্বীপ না বলে চর বলাই সঙ্গত। এই সমস্ত চর ও দ্বীপে রয়েছে অসংখ্য গরীব জেলে ও কৃষকদের বসতি। তাদের বসত ভিটা সমূহ এখনো সেই মান্ধাতার আমলের বাঁশের বেড়া আর মাটির দেওয়াল আর খড় বা টিনের ছাউনী নির্মিত। একশত পঞ্চাশ মাইল বেগে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় আর সেই সঙ্গে দশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু সাগরের ঢেউ মূহুর্তের মধ্যেই এই সমস্ত চর ও দ্বীপের জনপদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে উপকূলবর্তী মূল ভূ-খন্ডের নিম্নাঞ্চলগুলোও মূহুর্তের মধ্যে বিলীন হতে পারে সমূদ্র গর্ভে। সুতরাং এক একটি ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসযজ্ঞের পর আবারও ক্ষতিগ্রস্থদের একই জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া তাদেরকে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মৃত্যুর জন্যে তৈরী করে রাখারই সামিল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তাব, সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপ সমূহে এবং মূল ভূ-খন্ডের নিম্নাঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হোক। এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোকে সাধারণভাবে স্কুল অথবা হাসপাতাল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্র যাতে জনসাধারণকে তড়িৎ এই সমস্ত আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা যায় সে জন্যে পর্যাপ্ত যানবাহন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ অতীব প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ সম্পদের। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এককভাবে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর নয়। সে জন্যে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানানো প্রয়োজন।

আমাদের বিবেচনায় পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ বাংলাদেশের এই আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে বাংলাদেশের এই জীবনহানির জন্যে দায়ী করা খুবই সঙ্গত। কারণ কোন উন্নত ও তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার কোন দেশ যদি বাংলাদেশের এই দুর্যোগ মোকাবেলার পরিকল্পনায় সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত না করে তাহলে তাদেরকে নিজেদের সভ্য বলে দাবী করার কোন অধিকার নাই।

আমাদের এই ধরণের চিন্তার কারণ কি ? কারণ বহু যুগ আগে Clive Bell নামক একজন লেখক ''What Civilization is Not''? নামে একটি প্রবন্ধে এই যুক্তি অবতারণা করেছিলেন যে মানব সভ্যতার সূচনা হয় সেদিন যেদিন একটি প্রাগঐতিহাসিক গুহাবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সন্ধ্যা ভোজনের প্রাক্কালে গুহা থেকে নির্গত হয়ে চিৎকার করে নিকটবর্তী লোকদের তাদের সঙ্গে আহারে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের ঘোষণা ছিল, ''আমরা এখন খেতে বসেছি। তোমরা যারা অভুক্ত আছো, তোমাদের যাদের কোন খাদ্য নেই, তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে পারো''।

এই রকম মনোভাব প্রকাশ করার মধ্যেই রয়েছে সভ্যতার বীজ। স্বার্থপরের মতো পৃথিবীর সম্পদকে কুক্ষিগত করে, নিজের উদর পূর্তি করে, হতভাগ্য লাঞ্ছিত নির্যাতিত নিপীড়িতদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে নয়। আবার অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসলেই কি প্রকৃতির রুদ্ররোষ না প্রথম বিশ্বের মহাপরাক্রমশালী তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশগুলোর পরিবেশ দূষণের প্রতিক্রিয়া সে বিষয়টি নিয়েও চিন্তার অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশের এই ঘূর্ণিঝড় প্রবণতার জন্যে যদি পরিবেশ দূষণ জনিত ভূ-মন্ডলের উষ্ণতা (Global warming) দায়ী হয়ে থাকে তাহলে যে সমস্ত দেশ এই পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করছে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে গণ হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে। অধিক মুনাফা অর্জনের লোভে উন্মত্ত হয়ে যারা এই পৃথিবীর আকাশ, বাতাসকে বিষময় করে তুলেছে তাদের বিচারের সময় আজ এসে গেছে।

একুশ (Ekush) 21 Bangla News-Magaine is published biweekly for the subscription price of $29.00 per six month & $55.00 per year by 21 Newspaper, 13659 Victory Blvd. Suite 376, Van Nuys, CA 91401, USA. Peridicals postage paid at Van Nuys, CA. POSTMASTER: Send address changes to Ekush, P.O.Box 15126, North Hollywood, CA 91615-5126. views and opinions expressed by authors and contributors in articals, letters, oopinion pieces, reports, advertisement, etc. appearing in 21 (Ekush) newsmagazine are their own. The paper neither shares nor endorses them and thus should not be held responsible for the views/opinions of the writers and advertisers. The management has the right to refuse to print any advertisement, news,article, letter or any other material. Incase of any errors in advertisement the management will not be liable for more then the amount paid for the advertisement. Letter to the editor or opinion are welcome to express their opinion in thise columns. Please keep your letter brief and to the point. Letter without full name, compleate address and a daytime phone number will not be published. also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged. Letters can be mailed, or email or faxed at: 13659 Victory Blvd, # 376, Van Nuys, CA 91401, USA, Letter@Ekush.Info Fax: (877) 226 4524. OPINIONS EXPRESSED are those of the writer and do not necessarily reflect those of the Ekush staff. Guest editorials from residents are encouraged, as are letters to the editor. Letters will be published on a space-available basis. It is our intention to publish all letters we receive, except those that are libelous or are unsigned. Preference will be given to those that are faxed to (323) 983 9300 or e-mailed to editor@ekush.info. All letters must include the author's name and telephone number for purposes of verification. Letters also may be mailed to our offices located at 13659 Victory Blvd., Suite 376, Van Nuys, CA 90401. Also copies of letters sent to other newspapers are not encouraged.All letters and guest editorials are subject to editing for space and content.